প্রথম আলো

তারিখ ··· 13 AUG 2008 ···
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

াকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পথে ্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতা অনেক

আনোয়ার

। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আজগর আলী। থাকেন জসীমউদ্দীন হলে। মুন্সিগঞ্জের দরিদ্র কৃষকের ছেলে মাধবচন্দ্র পাল। বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ।। এঁরা দুজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। অন্ধত্ব কিংবা দারিদ্র্য কোনোটাই য় রাখতে পারেনি অদম্য এ যুবকদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কিছু দিন পর থেকে লেখাপড়ার খরচ চালানোর মাধব শামসুন নাহার হলের সামনে মোবাইল ফোনকার্ড বিক্রির া শুরু করেন। এরপর শুরু হয় ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসা। আর আজগর ই ব্যবসা শুরু করেন জসীমউদ্দীন হলের সামনে।

আজগর আলী বলেন, 'বাড়ি থেকে যে টাকা আসে ও বিশ্ববিদ্যালয় ় নামমাত্র যে বৃত্তি পাই, তা দিয়ে মাসের অর্ধেকই চলে না। তাই র পরে হলের সামনে বসে ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসা করি। আর দিনের । একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। এ ছাড়া কী করব বলেন?'

আজগর আলী কিংবা মাধবচন্দ্র পালের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর অবস্থা একই রকম। মফস্বল থেকে আসা । প্রতিবন্ধী ছাত্রের উচ্চশিক্ষা নেওয়ার স্বপ্ন এখন অনেকটাই দুঃস্বপ্ন হয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈরী অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সংকট ই তাঁদের প্রতিবন্ধী জীবনে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১ জন বন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ৩৮ জন। এঁদের ২২ জন ছাত্র ও ১৬ জন। এ ছাড়া ২৩ জন রয়েছেন অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধী। র মধ্যে ১৯ জন ছাত্র ও চারজন ছাত্রী।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভবনই বন্ধীবান্ধব নয়। কলা ভবন ও বাণিজ্য অনুষদে লিফটের ব্যবস্থা লেও তা দ্বিতীয় তলা থেকে। আর এসব লিফট শুধু শিক্ষকদের রের জন্য। কাজেই সেই সুবিধা প্রতিবন্ধী ছাত্ররা গ্রহণ করতে ছন না। আবাসিক হলগুলোর মধ্যে কেবল সূর্যসেন, মুহসীন ও ঞ্চা ছাড়া অন্য কোনো হলে লিফট নেই। এ ছাড়া একাডেমিক ভবন, সিক হল ও রেজিস্ট্রার ভবনে ওঠার জন্য নেই ঢালু সিঁড়ি বা র‍্যাম্প। ড়া হলের এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যাওয়ার পথে করিডরগুলোতে না রেলিং নেই, যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য যেকোনো সময় নার কারণ হতে পারে। অথচ হলে প্রতিবন্ধীদের আসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে পৃথক কোনো ব্যবস্থা বা অগ্রাধিকার নেই।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তাঁদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির (অন্ধদের পড়াশোনা করার বিশেষ ব্যবস্থা) ব্যবস্থা নেই। কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কম্পিউটারই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী সুবিধাসংবলিত নয়। তা ছাড়া বাসে নির্ধারিত আসন না থাকায় তাঁরা বাসেও যাতায়াত করতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যে ছাত্রনির্দেশনা ও পরামর্শদান কার্যক্রমের আওতায় অন্ধ ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অতিরিক্ত ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।'

নতুন এ বরাদ্দকেও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল বলে দাবি করেছেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। তাঁরা জানান, এত দিন তাঁরা মাসিক মাত্র ২০০ টাকা করে উপবৃত্তি পেতেন। এখন যদি সেই ভাতা দ্বিগুণও হয়, তবে তা দিয়েও তাঁদের কিছুই হবে না।

আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নাঈম আহমেদ জানান, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনো বৃত্তি পান না। তাঁর বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। প্রতি মাসে বাড়ি থেকে যে টাকা আসে, তা দিয়ে তাঁর চলে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্র অধিকার পরিষদ সূত্র জানায়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা অন্যকে দিয়ে পড়া রেকর্ড করানো ও পরীক্ষার হলে লেখক নিয়োগ করা। মাঝেমধ্যে এমন হয় যে লেখক না পাওয়ার কারণে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন।

শিক্ষার্থীরা জানান, হলেও পড়াশোনা করার সময় তাঁদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। হলের কক্ষগুলোতে তিন-চারজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে থাকায় রেকর্ডার বাজিয়ে পড়া মুখস্থ করা তাঁদের জন্য বড় ধরনের সমস্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ ৫ জুলাই এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারছে না—এটা ঠিক। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।